দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

বাঘায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের মামলা ধামাচাপা দিতে জোর তদবির

■ আনিসুজ্জামান, রাজশাহী

রাজশাহীর বাঘায় এসএসসির গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁস করে নকল তৈরির সময় হাতেনাতে ধরা পড়া ১১ শিক্ষককে বাঁচাতে জোর তদবির শুরু করেছে একদল প্রভাবশালী ব্যক্তি। অন্যদিকে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় ওই শিক্ষকদের জড়িত থাকার বিষয়ে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ। শিক্ষাবোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবাশীষ রঞ্জন রায়কে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিটির অপর দুই সদস্য হলেন: শিক্ষাবোর্ডের অডিট কর্মকর্তা ফরিদ হাসান এবং রাজশাহী কলেজের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক আনিসুজ্জামান। কমিটিকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুপারিশসহ রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে। প্রশ্ন এবং উত্তরসহ হাতেনাতে গ্রেফতারকৃত শিক্ষকদের এবং ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও কেন্দ্র সচিবকে রক্ষায় পুরো ঘটনা ধামাচাপা দিতে একটি মহল জোর তদবির শুরু করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তদবিরবাজরা সরকারদলীয় স্থানীয় নেতা বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার দুপুরে বাঘার ইসলামিয়া একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এসএসসির গণিত পরীক্ষা চলাকালীন কেন্দ্রের পাশের একটি সংগঠনের কক্ষে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে নকল তৈরি ও সরবরাহ করার সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত ১১ শিক্ষক ও বহিরাগতসহ ১২ জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় বাঘা থানায় পাবলিক পরীক্ষা আইনে মামলার পর গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, প্রভাবশালী মহলের তদবিরের কারণে গ্রেফতারকৃত ১১ শিক্ষক, কেন্দ্র সচিব ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এখনো কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ। সূত্রমতে, এদের হাতেনাতে ধরার পর ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিমুল আক্তার ১২ জনকেই তাৎক্ষণিক সাজা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকার দলীয় স্থানীয় এক নেতার কারণে তাদের সাজা দিতে পারেননি। সূত্র আরো জানায়, অব্যাহত চাপের কারণেই দায়সারাভাবে ১৯৯২ সালের পাবলিক পরীক্ষা আইনের ৪ ধারার জামিনযোগ্য একটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। ওই মামলায় আসামিদের ওইদিনই তড়িঘড়ি করে আদালতে পাঠানো হয় যেন তাদের জামিন হয়ে যায়। কিন্তু আসামিদের কাঠগড়ায় তোলার আগেই বিচারক ওইদিনের কাজ সেরে এজলাস থেকে নেমে যান। ফলে সেদিন তারা জামিন পাননি। পরেরদিন বিকেলেই তারা জামিন লাভ করেন।

অভিযোগ ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের বিরুদ্ধে

আসামিরা হলেন: বাঘার জোতনাশী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জিন্নাত আলী, একই প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক জিল্লুর রহমান, বানিয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আকরাম আলী, পলাশী ফতেপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, চন্ডিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আখতারুজ্জামান, শাপলা খাতুন, দাদপুর-গড়গড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শহিদুল ইসলাম, বারখাদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাহাঙ্গীর মোল্লা, জোতনাশী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারুক হোসেন, তেপুকুরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাখাওয়াত হোসেন, খানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জিল্লুর রহমান এবং বহিরাগত শিক্ষার্থী সাকিবউদ্দিন।

সূত্রমতে, ঘটনার পর থেকেই স্থানীয় আওয়ামী লীগের কিছু নেতা অপরাধীদের বাঁচানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এমনকি রাজশাহী শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও এই নেতারা কথা বলে চাপ সৃষ্টি করছেন বলে জানা গেছে। বিষয়টি স্বীকার করে শিক্ষাবোর্ডের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, বাঘায় যা ঘটেছে, তা নজিরবিহীন। ঘটনার পর ওই জামায়াতী প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র বাতিলের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শিক্ষাবোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। কিন্তু স্থানীয় আওয়ামী লীগের কিছু নেতার পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বাঘায় প্রশ্নপত্র

২০ পৃষ্ঠার পর

হস্তক্ষেপে ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হন কর্মকর্তারা। এ ব্যাপারে শিক্ষাবোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জহুরুল হক বলেন, 'বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।' তদবিরের বিষয়টি এড়িয়ে যান তিনি।